Sanatan Dharma

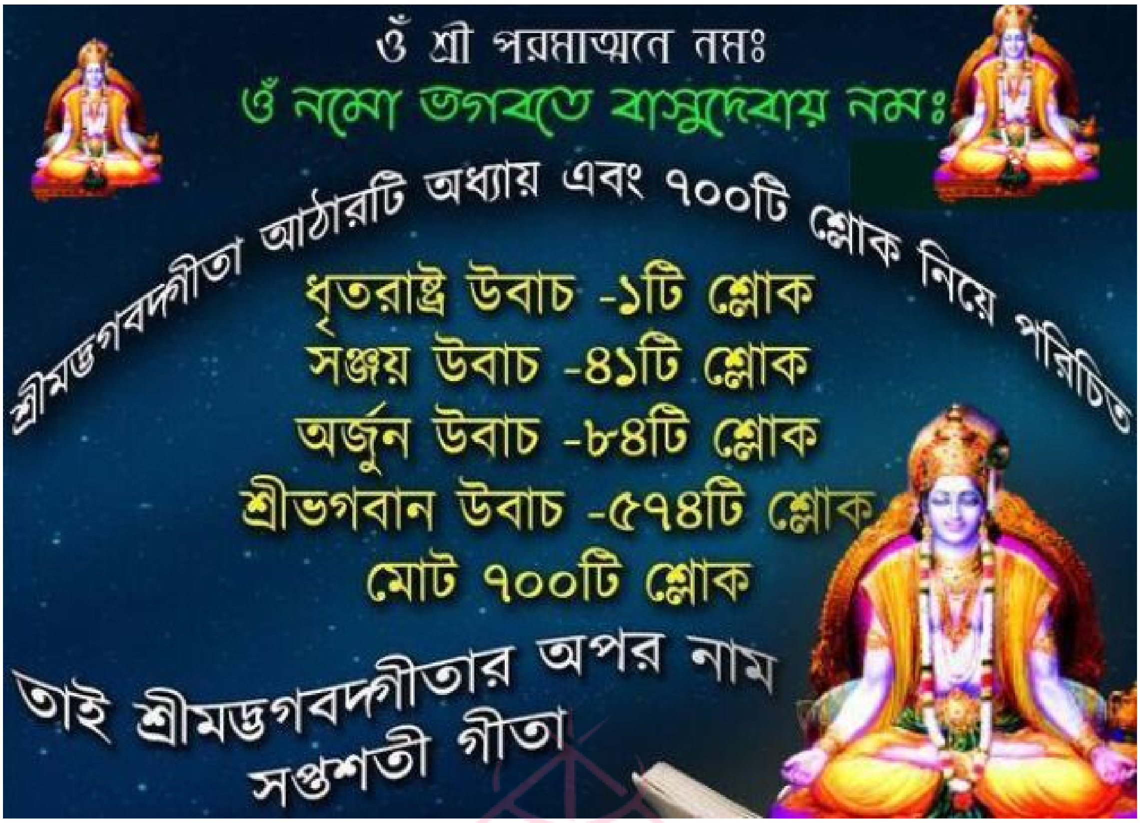

শ্রীকৃষ্ণ তার শিষ্য অর্জুনকে আরও স্পষ্টভাবে বলছেন

শ্বেতাশ্বতর বলছেন :----
“যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্বং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ । তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ পৃথপতেজঃ অনিলখানি চিন্ত্য” ।।৬/২।।
এই লোকালোকে , বিশ্বচরাচরের প্রতিটি অণু - পরমাণুতে তিনি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছেন । সাময়িকভাবে নয় , নিত্য নিয়মিতভাবে আছেন ।
তিনি জ্ঞাতা জ্ঞানের অধীশ্বর ,
তিনি কালকার তোমরা যে কাল বা নিয়তির কথা বলছ , তিনি সেই কালেরও কর্তা , প্রবর্তক ।
গুণময় সর্ববিদ তার অগোচরে কিছুই নেই । যাবতীয় কর্মের তিনিই একমাত্র কর্তা । ক্ষিতি , অপ , তেজ , বায়ু , আকাশ এই যে পাচটি বস্তু তারই চিন্তার প্রকাশমাত্র , সব তারই লীলা - বিলাস । এই পঞ্চভূতকে নিয়ে তিনিই সৃষ্টি - স্থিতি - লয়ের খেলা খেলছেন ।
আবার বলছেন ....
“তৎ কর্ম কৃত্বা বিনিবর্ত ভূয়ঃ তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগে । একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভির্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ”॥৩।।
পৃথিবী থেকে শুরু করে পরমেশ্বর সব কিছু তো সৃষ্টি করলেন । সবই তো জড় বস্তু । তার জড়ত্ব দূর করে দিতে না পারলে কিভাবেই বা লীলাবিলাস সম্ভব ? তাই তিনি সব দিক পর্যালোচনা করে মূল তত্ত্ব অর্থাৎ উপাদান কারণগুলোকে তাদের সঙ্গে যুক্ত

Published on: Sep, 27 2022 15:46

করলেন। সেই উপাদান কারণগুলো এক, দুই, তিন করে আট রকম। কি কি?
মাটির সঙ্গে মাটির উপাদান, জলের সঙ্গে জলের উপাদান, এভাবে তেজ, বায়ু, আকাশ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের উপাদান যোগ করে তো দিলেনই, সেই সঙ্গে দিলেন আরও তিনটি — মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার।
সৃষ্টিমুহূর্তে যে প্রকৃতি ছিল জড, এই আটটিকে পেয়ে তার জডত্ব দুর হয়ে গেল, প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে মায়াবী হয়ে উঠল। একটা স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে লীলাচঞ্চল হয়ে উঠল ও ওঠাই স্বাভাবিক। কারণ এই আটটি হল ঈশ্বরের মায়াশক্তি।
তারপর ঈশ্বর নিজে এই মায়াবী প্রকৃতির লীলাকে উপভোগ করার জন্য কালকে নিয়ে আত্মার সঙ্গে অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে থেকে গেলেন।
শ্রীমদ্ভগবদগীতার “জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগে” ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তার শিষ্য অর্জুনকে আরও স্পষ্টভাবে বলছেন,
“ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার — এই আট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।
হে অর্জুন! এই নিকৃষ্ট প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য - স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে। আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে।
অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ”।(গীতা ৭/৪-৬)